103

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# গত বছর নেত্রকোনায় ৬২ হাজার শিশু স্কুলে ভর্তি হয় নাই

নেত্রকোনা সংবাদদাতা ॥ গত শিক্ষাবর্ষে নেত্রকোনা জেলার ১০টি থানায় প্রায় ৬১ হাজার শিশু কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, জেলার ৬ হইতে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ২৪ হাজার। তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার। বাকী ৬১ হাজার শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

নেত্রকোনা সদরে সর্বোচ্চ সংখ্যক এবং খালিয়াজুরী থানায় সবচাইতে কম সংখ্যক শিশু গত শিক্ষা বর্ষে স্কুলে গিয়াছে। খালিয়াজুরীতে লোকসংখ্যা কম, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং হাওর এলাকা হওয়ায় সেখানে পড়াশুনার হার কম। বর্ষাকালে সেখানে বিদ্যালয়গুলি প্রায় ৬ মাস বন্ধ থাকে। বর্ষাকালে খালিয়াজুরী এবং মোহনগঞ্জের বিরাট এলাকা সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোন উপায় থাকে না। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জরিপে আরো জানা যায়, জেলায় বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩৪, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪৪ এবং বেসরকারী রেজিষ্ট্রেশনের পর্যায়ে রহিয়াছে ১৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। উচ্চ মাদ্রাসাসহ উচ্চ বিদ্যালয় ৪৬টি, ৮টি স্যাটেলাইট স্কুল, ৬টি কিণ্ডার গার্টেন এবং ৫২টি কমিউনিটি বিদ্যালয় রহিয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধিকাংশ জরাজীর্ণ, টিনের ঘর, চেয়ার-বেঞ্চ নাই। বৃষ্টির সময় ছাত্রদের ভিজিয়া ক্লাস করিতে হয় অথবা স্কুল ছুটি দিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় আকস্মিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়া দেখা যায়, সহকারী শিক্ষক উপস্থিত থাকিলেও প্রধান শিক্ষক উপস্থিত নাই। কোন কোন বিদ্যা-

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

## গতবছর নেত্রকোনায়

(৩য় পৃঃ পর)

লয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই। শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় উপকরণ নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা নাই বলিলেই চলে। বিদ্যালয় পরিদর্শকের স্বল্পতার কারণে যথাযথভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্ভব হইতেছে না বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সার্বিক উন্নতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতির জন্য বিদ্যালয় এলাকার সমাজপতিদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন বলিয়া অভিজ্ঞমহল মত প্রকাশ করিয়াছেন।